দৈনিক খবর

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 05 JUN 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

‘শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ’

ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিচারপতি এ কে এম নূরুল ইসলাম বলেছেন যে, শিশুদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তির যথাযথ বিকাশে অভিভাবক ও শিক্ষকদের যৌথ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা উচিত। সম্প্রতি ঢাকায় শিশু একাডেমী মিলনায়তনে পাঁচ দিনব্যাপী শিশুবিষয়ক এক কর্মসূচীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, শিশুদের শিক্ষিত, দায়িত্ববান ও কঠোর পরিশ্রমী নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে ব্যর্থ হলে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে।

বস্তুতঃ শিশুদের কল্যাণ-অকল্যাণের ওপর জাতির ভবিষ্যৎ অনেকাংশেই নির্ভরশীল। শিশুদের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে না পারলে জাতি গঠনে তারা কাংখিত অবদান রাখতে সক্ষম হবে না। কেননা, তারাই একদিন জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। সে জন্যেই বলা হয়ে থাকে, ‘শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ’। যে শিশুদের আমরা জাতির ভবিষ্যৎরূপে দেখি তাদের যদি দেশের যোগ্য ও উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে না পারি তাহলে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে— এ আশংকা পোষণ করাটা অমূলক নয়। ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিচারপতি এ কে এম নূরুল ইসলাম সেই আশংকার কথাই ব্যক্ত করেছেন। আমরাও তার এই অভিমতের সাথে একমত। কেননা, আমরা মনে করি এবং বিশ্বাস করি যে, আমাদের মত দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ দেশের পক্ষে উন্নতিলাভের মোক্ষম পথ হচ্ছে সুনাগরিক তৈরী করা। অনেকেই বলে থাকেন ‘সোনার বাংলা গড়ে তুলতে হলে সোনার ছেলে দরকার।’ আসলে কথাটা আমাদের জন্য খুবই প্রযোজ্য। আর এও ঠিক যে, সোনার ছেলে বা সুনাগরিক গড়ে তুলতে হলে দেশের শিশুদের প্রতি অবশ্যই যত্নবান হতে হবে।

কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ শিশুই উপেক্ষিত। দারিদ্র্যের কারণে অনেক শিশুই সুপরিবেশে গড়ে উঠতে পারে না। খাদ্যাভাবে এদের অনেকেই অপুষ্টির শিকার এবং তজ্জনিত বহুবিধ রোগে জর্জরিত। এদের অসুখ হলে ঠিকমত চিকিৎসার সুযোগও পায় না অনেকে। লেখা-পড়ার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হতে হয়। বাঁচার তাগিদে কাজ নিতে হয় শিশু বয়সেই— এমন শিশু শ্রমিকের সংখ্যাও কম নয়। এইসব বিভিন্নমুখী প্রতিবন্ধকতার কারণে দেশের বিপুলসংখ্যক শিশুর শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ বাধাগ্রস্ত হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। এই সমস্ত শিশুর পরিচর্যা ও লালন-পালনের দায়িত্ব সরকার এবং দেশের বিত্তবানদের গ্রহণ করতে হবে। বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে পারে। মোট কথা, এতিম ও অসহায় শিশুদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করতে হবে সরকারকে নয়তো কোন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে। কেননা, অভিভাবক ছাড়া শিশুদের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা খুব দুরূহ ব্যাপার। এরপর দায়িত্ব হচ্ছে শিক্ষকের। শিক্ষকের কাছে ছাত্র হিসেবে শিশুদের অবস্থান মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যাপার। তবুও এ সময়ে শিশুরা শিক্ষকদের কাছ থেকে লেখা-পড়া ছাড়াও শিক্ষণীয় অনেক কিছুই শিখতে পারে। শিশুরা অভিভাবকের সংস্পর্শেই অধিককাল থাকে বলে অভিভাবকদের কাছ থেকে বিভিন্নমুখী শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বেশী। তবে শিশুদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তির যথাযথ বিকাশে সবচে' সহায়ক হতে পারে অভিভাবক ও শিক্ষকদের যৌথ প্রচেষ্টা। উন্নত ও সভ্য দেশসমূহে এ ধরনের ব্যবস্থা গড়ে উঠলেও আমাদের মত অনুন্নত সমাজ ব্যবস্থায় এখনও শিশুদের উপযুক্তভাবে গড়ে তোলার প্রশ্নে শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে কোন সেতুবন্ধ রচনা হয়নি। অথচ জাতির স্বার্থে শিশুদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশকে বাধামুক্ত রাখার জন্য শিক্ষক ও অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অনেক উপকারে আসতে পারে। আর তা পারে বলেই ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিচারপতি এ কে এম নূরুল ইসলাম শিক্ষক ও অভিভাবকদের সেই উদ্যোগ গ্রহণের আহবান জানিয়েছেন। আমরা আশা করবো, জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে দেশের শিশুদের সার্বিক বিকাশের প্রতি মনোযোগ দেয়া হবে।